যুগান্তর

তারিখ 26 JUN 2015
পৃষ্ঠা 8 কলাম

# জেএসসিতে সৃজনশীল প্রশ্ন

> সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত ইংরেজি ও গণিত শিক্ষক তৈরি করা। তাদের নিয়মিত ওরিয়েন্টেশনও জরুরি।

সার্বিকভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, উন্নত ও একমুখী করার চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ চলছে গত কয়েক বছর থেকেই। প্রকৃতপক্ষে 'মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পে'র কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এ কার্যক্রম শুরু হয় গত জোট সরকারের আমলে। এজন্য নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজ চলছে জোরেশোরে। শিক্ষার্থীদের জন্য যাবতীয় নোট ও গাইডবই নিষিদ্ধ করে সর্বশেষ সংযোজন করা হয়েছে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তরদানের পদ্ধতি। এতে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে শিক্ষার্থীদের মাঝে এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যাচ্ছে। সার্বিকভাবে ফলাফলেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সর্বশেষ ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ২২টি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয় সৃজনশীল প্রশ্নে। বাকি দুটি বিষয় অর্থাৎ ইংরেজি ও গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু এখনও বাকি রয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজিতে কমিউনিকেটিভ বা আপডেটেড পদ্ধতি থাকায় আপাতত সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে না। তবে গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে অচিরেই। ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা গণিত পরীক্ষা দেবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে। তবে তার আগে ২০১৩ সালে অর্থাৎ আগামী বছর জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সৃজনশীল প্রশ্নে। এই ব্যাচটিই ২০১৪ সালে নবম শ্রেণীতে সৃজনশীলে গণিত পড়বে। এজন্য এর মধ্যেই কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যবই লেখার কাজও চলছে। বর্তমানে এই তিন শ্রেণীতে প্রায় ১ কোটি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। সেক্ষেত্রে সনাতনী বই ও প্রশ্নের ধারার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারায় লেখাপড়া ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের ভীতির মনোভাব থাকাই স্বাভাবিক। এ ধরনের ভয়ভীতি কাজ করছে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যেও। এমনিতেই দেশের অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল এমনকি সরকারি বিদ্যালয়েও যোগ্য, দক্ষ ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফেল করার প্রবণতাও বেশি। এ অবস্থায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত ইংরেজি ও গণিত শিক্ষক তৈরি করা। তাদের নিয়মিত ওরিয়েন্টেশনও জরুরি। এ লক্ষ্যে একাধিক কমিটিও গঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন উপযুক্ত নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদ। এজন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাসহ শিক্ষক-অভিভাবকদের কর্মশালা ও পাইলটিং কর্মসূচিও নেয়া আবশ্যক। সারাদেশে গণিত অলিম্পিয়াড, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ বিবিসি জানালার মতো ইংরেজি শেখা অথবা স্পেলিং-বি'র মতো নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে স্বভাবতই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে পারে।

এরপরও কথা থাকে। গত কয়েক বছর ধরে সৃজনশীল প্রশ্নে আশাব্যঞ্জক ফলাফল পরিলক্ষিত হলেও সার্বিকভাবে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাজারে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তরের নামে অগণিত নোট ও গাইড বইয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বাস্তবে দেখা যায়, সরকার একদিকে পাঁচশ'-হাজার টাকার বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেও একশ্রেণীর প্রকাশক স্কুলগুলোর সঙ্গে যোগসাজশে হাতিয়ে নিচ্ছে কয়েক হাজার টাকা। অর্থাৎ সৃজনশীলের নামে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের অবৈধ-অনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য। শিক্ষার মানের স্বার্থে এ অবস্থা কাম্য তো নয়ই, অনভিপ্রেতও বটে। মাধ্যমিক পাস একজন ছাত্রছাত্রী যদি নোটাকুটি শুদ্ধভাবে একটি দরখাস্ত অথবা সাধারণ অংকের সমাধান না জানে, তাহলে সেই শিক্ষা নিরর্থক। সৃজনশীলতার নামে আমরা এরকম অশিক্ষা-কুশিক্ষা চাই না। শিক্ষা যেন প্রকৃতই হয়ে ওঠে সুশিক্ষিত ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার অবলম্বন।